এক নজরে প্রকল্প সার সংক্ষেপ

১। **প্রকল্পের নাম** ঃ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (পর্যায়-১)

২। **প্রকল্পের ধরন** ঃ সেচ, নিস্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

৩। **অবস্থান** ঃ প্রকল্পটি নীলফামারী জেলার ৫টি উপজেলা (নীলফামারী সদর, জলঢাকা, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ ও ডিমলা), রংপুর জেলার ৪টি উপজেলা (রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া, বদরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ) এবং দিনাজপুর জেলার ৩টি উপজেলা (চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর ও খানসামা) নিয়ে বিস্তৃত।

৪। **প্রকল্প এলাকা** ঃ মোট প্রকল্প এলাকা ১৫৪,২৫০ হেঃ (বাস্তবায়িত ১২৬,৩১০ হেঃ) এবং সেচ যোগ্য এলাকা ১,১১,৪০৬ হেঃ (বাস্তবায়িত ৯১,২২৬ হেঃ)

৫। **বাস্তবায়ন কাল** ঃ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ১৯৭৯ সালে এবং ক্যানেল সিস্টেমের নির্মাণ কাজ ১৯৮৪-৮৫ সালে হাতে নেয়া হয়। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়।

৬। **বাস্তবায়ন ব্যয়** ঃ ৯৬৯.৫৩ কোটি টাকা

৭। **বার্ষিক অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন** ঃ ৯৬০,৩২০ মেঃ টন (ধান, গম, সবজি ইত্যাদি)

৮। **সুফল ও খরচের অনুপাত** ঃ ১.৫ঃ১

৯। **প্রধান অংগ সমূহ** ঃ

ক) **ব্যারেজ** ঃ ১ টি (৬১৫ মিটার দীর্ঘ), মোট ৪৪ টি গেইট

খ) **ক্যানেল হেড রেগুলেটর** ঃ ১ টি (১১০ মিটার দীর্ঘ), মোট ৮ টি গেইট

গ) **পানি সরবরাহের ক্ষমতা** ঃ ২৮৩ কিউসেক (প্রধান সেচ খাল)

ঘ) **সিল্ট ট্রাপ** ঃ ১ টি (৪৫ হেক্টর)

ঙ) **ক্লোজার ড্যাম** ঃ ১ টি (২৪৭০ মিটার)

চ) **ফ্লাড-বাই-পাস** ঃ ১ টি (৬১০ মিটার)

ছ) **বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ** ঃ ৮০.০০ কিঃমিঃ

জ) **প্রধান খাল** ঃ ৩৩.৬৭ কিঃমিঃ

ঝ) **মেজর সেকেন্ডারী খাল (দিনাজপুর/রংপুর/বগুড়া)**ঃ ৭৪.৪৩ কিঃমিঃ

ঞ) **শাখা খাল/সেকেন্ডারী খাল** ঃ ২১৪.৭০ কিঃমিঃ

ট) **উপ-শাখা খাল/টারশিয়ারী খাল** ঃ ৩৮৭.৬৫ কিঃমিঃ

ঠ) **নিষ্কাশন খাল** ঃ ৩৮০.০০ কিঃমিঃ

ড) **সেচ কাঠামো/ব্রীজ/কালভার্ট** ঃ ১,১১০ টি

ঢ) **নিষ্কাশন কাঠামো** ঃ ১২০ টি

ণ) **ফিল্ড টার্ন আউট** ঃ ২,০০০ টি

ত) **পরিদর্শন রাস্তা** ঃ ২০.৬৭ কিঃমিঃ

থ) **প্রকল্প রাস্তা** ঃ ৭৪ কিঃমিঃ

১০। **ভূমি অধিগ্রহণ** ঃ ৩,৫০০ হেঃ

১১। **বৃক্ষরোপন (সংখ্যা)** ঃ ৬০০,০০০ টি (প্রায়)

১২। **ফসলের নিবিড়তা** ঃ ১৮০% বৃদ্ধি পেয়ে ২৪০% এ উন্নিত হয়েছে

১৩। **২০০৮-০৯ সালের সেচ** ঃ ৬৯,৭৭৫ হেক্টর

১৪। **পানি ব্যবহারকারী দল** ঃ ১৭৫৬ টি

১৫। **পানি ব্যবহারকারী এসোসিয়েশন** ঃ ৬০ টি

১৬। **পানি ব্যবহারকারী ফেডারেশন** ঃ ১ টি

সেকেন্ডারী খাল হতে সরাসরি সেচ — Secondary Canal with Direct Outlet

রংপুর খালের অতিরিক্ত পানি নির্গমন কাঠামো — Escape Over Rangpur Canal

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০১৮

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (পর্যায়-১)

TEESTA BARRAGE PROJECT (PHASE - 1)

তিস্তা ব্যারেজ ও প্রধান রেগুলেটর — Teesta Barrage & Head Regulator

অ্যাকুইডাক্ট — Aquiduct

প্রধান খাল — Main Canal

সেকেন্ডারি খাল — Secondary Canal

প্রধান খালের রেগুলেটর — Main Canal Regulator

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

www.bwdb.gov.bd বাপাউবো.বাংলা

অবস্থান ঃ

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (ফেজ-১) নীলফামারী জেলার ৫টি উপজেলা (নীলফামারী সদর, জলঢাকা, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ ও ডিমলা), রংপুর জেলার ৪টি উপজেলা (রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া, বদরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ) এবং দিনাজপুর জেলার ৩টি উপজেলা (চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর ও খানসামা) নিয়ে বিস্তৃত। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার দোয়ানী নামক স্থানে তিস্তা নদীর উপর তিস্তা ব্যারেজ অবস্থিত।

আয়তন ঃ

মোট প্রকল্প এলাকা ১,৫৪,২৫০ হেক্টর (বাস্তবায়িত ১,২৬,৩১০ হেক্টর) এবং সেচ যোগ্য এলাকা ১,১১,৪০৬ হেক্টর (বাস্তবায়িত ৯১,২২৬ হেক্টর)।

পটভূমি ঃ

উত্তর বঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচের পানির অভাবে প্রকট শস্যহানী একটি চিরন্তন সমস্যা। শুষ্ক মৌসুমে তো বটেই আমন মৌসুমেও বর্ষা এবং বর্ষাত্তোরকালে খরা একটি সাংবাৎসরিক ঘটনা। প্রকল্প এলাকায় সেচের পানির প্রাপ্যতা খুবই সীমিত। একমাত্র তিস্তা ছাড়া অন্যান্য ছোট নদী এবং খালে পানি প্রবাহ খুবই কম এবং অনিশ্চিত। তাই তিস্তা নদীতে ব্যারেজ নির্মাণ পূর্বক অত্র অঞ্চলে গ্রেভিটি পদ্ধতিতে একটি সেচ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা বৃটিশ আমল (১৯৪৫) হতেই অনুভূত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীগণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন অনুবীক্ষণ করিয়া সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি এবং জনবল দ্বারা নতুন জরীপ ও বিস্তারিত পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়ন করে। মডেল ষ্টাডির ভিত্তিতে দোয়ানীতে তিস্তা ব্যারেজ এর বর্তমান স্থান নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ

সম্পূরক সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা তথা দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদী শাসনের সুবিধা প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্য সমুহের মধ্যে অন্যতম।

প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর সুফল ঃ

(ক) সেচ ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি ১৯৯৩ সাল হতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সেচ সুবিধা প্রদান বৃদ্ধি পায়। বিগত ২০০৮-২০০৯ সালে খরিপ-১ মৌসুমে ১২,৮৮০ হেঃ, খরিপ-২ মৌসুমে ৭৪,৪৯০ হেঃ এবং রবি মৌসুমে ৩৪,৪১০ হেঃ জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। চলতি ২০১৮-২০১৯ সালে খরিপ-১ মৌসুমে ৩,৫০০ হেঃ, খরিপ-২ মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপতের কারনে ১,৩০০ হেঃ এবং রবি মৌসুমে ৩১,১০০ হেঃ জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। খরিপ-১/খরিপ-২ মৌসুমে ক্রমান্বয়ে পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা (৯১,২২৬ হেঃ) অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ২০১৮-২০১৯ সালের সেচ কার্যক্রম চলমান আছে।

(খ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ঃ

১,৫৪,০০০ হেক্টর এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

(গ) উৎপাদনমূলক ঃ

প্রকল্পের পূর্বাবস্থায় বিভিন্ন ফসলের মোট বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৪৭৬,৮১৮ মেঃ টন, যার বর্তমান মূল্য ৫৭২.১৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের পূর্ব অবস্থার তুলনায় ১৯৯৩ হইতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত গড়ে ধান সহ অন্যান্য শস্যের বাড়তি বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯,৬০,৩২০ মেঃ টন, যার মূল্য ১১৫২.৩৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের পূর্বাবস্থায় এতদ্দাঞ্চলে ছিল প্রকট খাদ্য ঘাটতি কিন্তু বর্তমানে প্রকল্প এলাকাটি খাদ্যে উদ্বৃত্ত। প্রকল্পটি ১৯৯৮ সালে সমাপ্তির পর ফসলের নিবিড়তা ১৮০% হইতে পর্যায়ক্রমে ২৪০% এ উন্নিত হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তি কাল হতে ২০০৭-২০০৮ সাল পর্যন্ত বাড়তি ফসল (ধান, গম, সবজি ইত্যাদি) উৎপাদন খাতে গড় নীট বার্ষিক ১১৬১.৫২ কোটি টাকা লাভের খতিয়ান নিম্নের ছকে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

বৎসর	বার্ষিক বাড়তি ফসল উৎপাদন (মেঃ টন)	মূল্য (লক্ষ টাকায়)
২০০১ - ২০০২	৬৫১,৯৬৫	৭৮,২৩৫.৮০
২০০২ - ২০০৩	৭৩৩,৮১২	৮৮,০৫৭.৪৪
২০০৩ - ২০০৪	৮৫৯,৫০০	১০৩,১৪০.০০
২০০৪ - ২০০৫	১০৯৮,৪১২	১৩১,৮০৯.৪৪
২০০৫ - ২০০৬	১২১৬,২৮২	১৪৫,৯৫৩.৮৪
২০০৬ - ২০০৭	১১৪০,৯৭৭	১৩৬,৯১৭.২৪
২০০৭ - ২০০৮	১০৭৪,৫৬৯	১২৮,৯৪৮.২৮
গড়	**৯৬৭,৯৩১**	**১১৬,১৫১.৭২**

(ঘ) কৃষি ঃ

কৃষি ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখা ছাড়াও প্রকল্পে নিজস্ব গবেষণার অংশ হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার। যেখানে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পুরক সেচ ও খরা নির্ভর সম্ভাব্য ফসলের উপর বিভিন্ন গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

(ঙ) আয় ও কর্মসংস্থানমূলক ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৩৯.৭ মিলিয়ন শ্রম দিবসের কর্মসংস্থান হয়। ফসলের নিবীড়তা, উৎপাদন বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিবৎসর কৃষি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০.০০ মিলিয়ন শ্রম দিবসের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় উন্নত কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয় ও কর্মসংস্থান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বাসা-বাড়ি, হাট-বাজার, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, পরিবহণ, এনজিওতে কর্মসংস্থান, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

(ঙ) বনায়ন ঃ

ক্যানেল ডাইকের উভয় পার্শ্বে এবং অবকাঠামো এলাকায় জুন/২০০৯ পর্যন্ত প্রায় ৬,০০,০০০ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে যা প্রকল্প এলাকায় সবুজের সমারোহ ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

(চ) মৎস এবং পোলট্রি ঃ

প্রায় ১৫০ কিলোমিটার প্রধান ও সেকেন্ডারী খাল, ৩৮০ কিলোমিটার প্রধান নিস্কাশন খাল এবং সিল্ট ট্রাপে প্রায় ১৫ হেক্টর জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। ফলে মাছ ও হাঁস পালনের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(ছ) উন্নয়নে নারী ঃ

আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামোতে শস্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে নারীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রকল্পে ভূমিহীন বিধবা, দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান এর বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(জ) যোগাযোগ ঃ

৬৪৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেচ খালের উভয় পাড়ের ১২৯৮ কিলোমিটার ক্যানেল ডাইক প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামীণ রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রায় ১০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা প্রকল্প এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে।

(ঝ) পরিবেশ ঃ

নদী এবং সিল্ট ট্রাপের রিজার্ভার ও ক্যানেলের জলাশয় সবুজ ক্ষেত এবং ক্যানেল ডাইকের বনায়ন পরিবেশের উপর ধনাত্মক প্রভাব ফেলেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর। ফলে গাছ-গাছালী উৎপন্ন হয়ে উত্তরাঞ্চলের বিশাল এলাকা মরুকরণের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বিশাল শস্য ভান্ডারে পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে।

(ঞ) পর্যটন ও বিনোদন ঃ

তিস্তা ব্যারেজের অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং ইহার চতুর্দিকের সবুজ বেষ্টনী, ফুল বাগান, নদীর পুরাতন গতিপথ, সিল্ট ট্রাপ ইত্যাদি পর্যটক ও ভ্রমন পিপাসু মানুষকে আকৃষ্ট করে থাকে। ব্যারেজের সম্মুখের বিশাল জলরাশি সাইবেরিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত অতিথি পাখিদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে। এখান থেকেই শরৎ/হেমন্তে বরফাচ্ছন্ন কাঞ্চন জংঘার পর্বতশৃঙ্গ দৃশ্যমান হয়। প্রকৃতির এহেন সৌন্দর্য উপভোগের জন্য প্রতিদিন এখানে অসংখ্য পর্যটকের আগমন ঘটে।

বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন ঃ

প্রকল্পের বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় প্রায় ৮০০.০০ লক্ষ টাকা।